15 JAN 2017

শিক্ষা ও রাজনীতি

শিক্ষাঙ্গন

সারওয়ার মো. সাইফুল্লাহ্ খালেদ

অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

দেশে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলবাজি, হানাহানি, খুনোখুনি এবং সর্বোপরি এ জাতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ও অপরিপক্বতা দেশের বিবেকবান ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের শুধু যে ভাবায় তাই নয়, আতঙ্কিতও করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক দলবাজি, দায়িত্বে অবহেলা ও নানা ছুতানাতায় অবরোধ-আন্দোলনে শিক্ষকরাও কম যান না

দেশের সবাই সেই পুরনো অথচ সত্য কথাটিই ঘুরেফিরে সচরাচর বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অথচ কার্যত এর চর্চা এবং চর্চাক্ষেত্রগুলো অবহেলিত ও উপেক্ষিত। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ দিন দিনই দ্রুত খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে। যদিও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বল্প খরচে জ্ঞানার্জনের প্রধান অবলম্বন। বেশি খরচে যেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে, তাদের শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ তেমন উন্নত বলে কেউ ভরসা দিচ্ছে না। এমনও শোনা যায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই নাকি উচ্চমূল্যে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট বিক্রি করে। তাই বিত্তবানদের অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের ইউরোপ, আমেরিকা বা ভারতের মতো দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান। তাই উচ্চশিক্ষার কথা বিবেচনা করলে আমরা উভয় সংকটে আছি। না ঘরকা না ঘাটকা।

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমাদের এই দরিদ্র দেশে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলবাজি, হানাহানি, খুনোখুনি এবং সর্বোপরি এ জাতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ও অপরিপক্বতা দেশের বিবেকবান ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের শুধু যে ভাবায় তাই নয়, আতঙ্কিতও করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক দলবাজি, দায়িত্বে অবহেলা ও নানা ছুতানাতায় অবরোধ-আন্দোলনে শিক্ষকরাও কম যান না। সরকারি কলেজগুলোতেও তাই। এ ব্যাপারে রাজনীতিকরাও দায় এড়াতে পারেন না। কারণ তারা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করেন। অভিযোগ আছে, এ লক্ষ্যে তারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নানা জাতীয় সুবিধাও দিয়ে থাকেন।

রাজনীতিকরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বার্থে দেশ গড়ার যথার্থ কর্মীকে স্বীকৃতি দিতে যত এগিয়ে আসবেন, দেশ তত দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। রাজনীতি নয়, জাতীয় স্বার্থে কৃত উচ্চমানের কর্মই সাফল্যের মাপকাঠি– এ ধারণা যত বদ্ধমূল হবে, দেশ তত দ্রুত সাফল্যের পথে এগোবে। দেশের জনগণ যাতে কর্মোদ্যোগী হয়ে ওঠে, সে শিক্ষার বিস্তার করা আমাদের জরুরি। যেমনটা যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামে হয়েছে। কোরিয়াতে হয়েছে। তারা নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলছে। আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাল রফতানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। অতিউর্বর চাষের জমি থাকা সত্ত্বেও আমাদের নিত্যব্যবহার্য নানা জাতীয় কৃষিপণ্য আমদানি করতে হচ্ছে। কোরিয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনাও করতে যাচ্ছে। আমাদের সন্তানদের কাজের সন্ধানে এমন সব দেশে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। যেসব দেশ আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করি, তখন আমাদের চেয়ে পশ্চাৎপদ ছিল। যেমন– সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সেসব দেশে অতি উন্নতমানের অত্যাধুনিক টেকসই দৃষ্টিনন্দন নির্মাণ ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করছে। কিন্তু দেশের ভেতরে আমরা তাদের কাজে লাগাতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের ভাবতে হবে। এখানে নোংরা রাজনীতির কিংবা রাজনীতি নিয়ে নোংরামিও দায়ী হতে পারে। তা না হলে আমাদের অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান খাতগুলো এত পিছিয়ে কেন? স্বাধীনতার ৪৫ বছর কি একটি জাতির জন্য কম সময় ও সুযোগ?

যে রাজনীতি নিয়ে আমরা পড়ে আছি, সে বিষয়েও আমাদের শিক্ষা অনেক পশ্চাৎপদ। যদি তাই না হবে তবে বিদেশিরা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বারবার নাক গলানোর সুযোগ পায় কী করে? তাদের সুপরামর্শ ছাড়া দেশ অচল! এ হতাশাজনক ও লজ্জাকর পরিস্থিতির কবে অবসান হবে? কেউ কেউ বলেন, পাশ্চাত্যের দেশগুলো বহু যুগ পাড়ি দিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পর্যায়ে এসেছে। যে দেশে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত হতে সময় লাগে না, সে দেশে রাজনীতিতে স্থিতাবস্থা আসার জন্য বহু যুগ বসে থাকতে হবে! কেন? এ এক খোঁড়া যুক্তি। দেশবরেণ্য রাজনীতিকদের হুঁশ হোক।